দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..... 6 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৮

সংকটের জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডই দায়ী

টাস্কফোর্সসহ বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বছরের শুরু থেকে সৃষ্ট পাঠ্যবই সংকটের পেছনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) দায়ী করেছে পাঠ্যপুস্তকের সংকট নিরসনে গঠিত টাস্কফোর্স, জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটিসহ সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রতিবছরই নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্যবই সংকট দেখা দেয়। দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে পরিণত হয় পাঠ্যপুস্তক। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এনসিটিবি বই সংকটের কারণ খুঁজে বের না করে প্রতিবছরই একই প্রক্রিয়ায় বই ছাপাসহ বাজারজাত করে থাকে। পাঠ্যবইয়ের সংকটের কারণ হিসাবে প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজে নিয়োজিতরা বলছেন, এনসিটিবির দায়িত্বহীনতা ও দেরিতে কাগজ এবং বইয়ের পজিটিভ দেয়ার কারণে বই ছাপাতে দেরি (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সংকটের জন্য পাঠ্যপুস্তক

(১৬শ পৃঃ পর)

হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী এনসিটিবি কোন শিক্ষা বছরের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা যথাযথ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্ধারণ করে না। অনেক ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর সংখ্যা স্থির করে বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া কাগজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে পুস্তক মুদ্রণ, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বাৎসরিক কোন সুস্পষ্ট সময়সূচি নেই । বই ছাপানোর মূল কাজ শুরু হয় দেরিতে।

দরপত্রের মাধ্যমে পুস্তক ছাপানোর কাজ বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের শর্ত এমন যে, কোন একটি প্রতিষ্ঠান অনেক কাজ পেতে পারে। ২০০৯ সালে দরপত্রপ্রাপ্ত ২৯১টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টি প্রতিষ্ঠান প্রায় আশি ভাগ কাজ পেয়েছে। ওই কমিটির মতে, পাঠ্যপুস্তকের গুণগতমান খুবই দুঃখজনক। বানান ভুল, অস্বচ্ছ ছাপা, অস্পষ্ট ছবি, নিম্নমানের কাগজ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ভিত দুর্বল করে দেয়। দরপত্র প্রক্রিয়া, কাগজ সংগ্রহ ও বিতরণ, পুস্তক মুদ্রণ, সরবরাহ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত তদারকি, পরিদর্শন, মূল্যায়ন প্রভৃতি নেই ।

পাঠ্যপুস্তকের সংকট নিরসনে সরকার র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালককে আহবায়ক করে টাস্কফোর্স গঠন করে। এই কমিটি এনসিটিবি, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের নিয়ে বিভিন্ন সভা করে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। তারা এনসিটিবির কয়েকটি পদক্ষেপের সমালোচনা করে এনসিটিবির পদ্ধতিগত নানা ভুল-ত্রুটি তুলে ধরে। প্রকাশকদের কাছে সময়মত কাগজ সরবরাহে এনসিটিবির ব্যর্থতা, আইনের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে যথাসময়ে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য বই ছাপার কাজ আরো তিন মাস এগিয়ে আনার পরামর্শ দেয় টাস্কফোর্স।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এনসিটিবিতে ৬৩ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। এর মধ্যে ৩৬ জনই মহিলা কর্মকর্তা। এছাড়া এনসিটিবিতে মাত্র দুইজন পরিদর্শক রয়েছেন। মহিলা কর্মকর্তা দিয়ে অনেক সময় পরিদর্শন টিম তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনে পাঠানো হয়। ফলে পরিদর্শন কাজ ব্যাহত হয়। এখানে নিয়োজিত কর্মকর্তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণে আসেন। ফলে দায়িত্ব পালনে তাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। এছাড়া কর্মচারীরা প্রকাশকদের সাথে সিন্ডিকেট করে আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। বদলির নিয়ম না থাকায় দুর্নীতি করার পরও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।